গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
উন্নয়ন শাখা

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির জুন/২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২১ জুন, ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১.১৫ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ (জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)
উপস্থিতি	...

সভায় জুম প্লাটফর্মে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী আছে কিনা তা জানতে চান। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে স্ব- স্ব দপ্তরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ :</u>
সভাপতি গত ২৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td><td>১। গত ২৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী</td></tr>
<tr><td>২</td><td><u>বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার:</u>
বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ও ২৭ এপ্রিল ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার পর্যালোচনা করা হয়, যা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার</th></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২১</td><td>৩৯</td><td>৩৬</td><td>৯২.৩০%</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২১</td><td>৪৪</td><td>৪২</td><td>৯৫.৪৫%</td></tr>
</table>
শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>১। শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।</td><td>বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৩</td>
<td><u>আইএমইডি:</u>
রাজশাহী বিভাগে চলমান বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>দপ্তর</th><th>প্রকল্পের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>বিদ্যুৎ বিভাগ</td><td>৪টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>সড়ক ও জনপথ</td><td>১৬টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর</td><td>১৬টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন</td><td>৪টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>রাজশাহী ওয়াসা</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>পানি উন্নয়ন বোর্ড</td><td>১২টি</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>খাদ্য অধিদপ্তর</td><td>৪টি</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>মৎস</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>বস্ত্র ও পাট</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>যুব ও ক্রীড়া</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>গণপূর্ত</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ</td><td>৪টি</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর</td><td>৩টি</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>জাতীয় মহিলা সংস্থা</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>১৭</td><td>বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>১৮</td><td>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>১৯</td><td>বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>২০</td><td>বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>২১</td><td>বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার</td><td>৩টি</td></tr>
<tr><td>২২</td><td>বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>২৩</td><td>আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>২৪</td><td>বিটিসিএল</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>২৫</td><td>টেলিটক বাংলাদেশ লি:</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>২৬</td><td>ডাক বিভাগ</td><td>৩টি</td></tr>
<tr><td>২৭</td><td>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়</td><td>৬টি</td></tr>
<tr><td>২৮</td><td>পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ</td><td>১১টি</td></tr>
<tr><td>২৯</td><td>নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়</td><td>২টি</td></tr>
<tr><td>৩০</td><td>শিল্প মন্ত্রণালয়</td><td>৩টি</td></tr>
<tr><td>৩১</td><td>শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট=</td><td>১১৪টি</td></tr>
</table>
</td>
<td>১। রাজশাহী বিভাগে চলমান স্ব স্ব দপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানাতে হবে।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে সভায় আলোচনা করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, ঢাকা

২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ</td>
</tr>
<tr>
<td>৪</td>
<td><u>কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত:</u>
সভায় জানানো হয় যে, করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে (মাস্ক পরিধান সংক্রান্ত) ৫৮৯টি মোবাইল কোর্ট, ২১৫৫টি মামলা, ২৭৩২ জন ব্যক্তিকে অর্থদন্ড,</td>
<td>১। আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে হাট-বাজার, শপিংমল ও অন্যান্য জনসমাগম বেশি এমন স্থানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা</td>
<td>১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ

২। জেলা প্রশাসক</td>
</tr>
</table>

	১৩,৯৮,১২০ টাকা জরিমানা এবং ৯,১১,০৭২টি মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পরিচালক (স্বাস্থ্য), সভায় আরো জানান যে, ২০২০ সালে ১৮৩০৯৮টি স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১০১২৭৬টি স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০ সালে কনফার্ম কেস ছিল ২৪,৪৮০টি। ২০/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত কনফার্ম কেস হয়েছে ২২,৭৭৭টি। ২০২০ সালে পরীক্ষার Positivity হার ছিল ১৩.৩%। ২০/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষার ইতিবাচক হার হয়েছে ২২.৫%। ২০২০ সালে সুস্থতার হার ছিল ২৪,১১৪(৯৮%)। ২০/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত সুস্থতার হার ১১,১৯৩(৪৯%)। ২০২০ সালে ৩৬৬(১.৫০%) রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। ২০/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩৬০(১.৫৮%) রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পিসিআর ল্যাব রয়েছে ৬টি। তন্মধ্যে সরকারি তত্ত্বাবধানে ৪টি এবং বেসরকারি তত্ত্বাবধানে ২টি। জেন এক্সপার্ট ৭টি মেশিনে করোনার স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেন এক্সপার্ট মেশিনে করোনার স্যাম্পল পরীক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এন্টিজেন পরীক্ষা জেলা-উপজেলাসহ প্রায় সব জায়গাতে চালু রয়েছে। স্যাম্পল পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো 5টি পিসিআর ল্যাব আনা হচ্ছে। ভ্যাকসিন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ভ্যাকসিনে রেজিস্ট্রেশন ৮,১৬,১৩৪টি। এই রেজিস্ট্রেশনের বিপরীতে প্রথম ডোজ হিসেবে ৬,৩৯,৮২৩(৭৮.৪%) জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪,১০,৩৬১(৭৮.৪%) জনকে দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ৬,৭৯১টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ১,০৪৭টি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ২,৯৬৮টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ৮৮৬টি। নওগাঁ জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ১,১৯৮টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ২৩৬টি। নাটোর জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ৭৪৩টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ২১৮টি। জয়পুরহাট জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ৭৫৮টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ১৫৯টি। বগুড়া জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ৩,৬৭৫টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ৪৪২টি। সিরাজগঞ্জ জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ১,৯৮৫টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ২৮৭টি। পাবনা জেলায় মে ২০২১ সালে স্যাম্পল সংগ্রহ ১,৬৪২টি তন্মধ্যে কনফার্ম কেস ৫০০টি। রাজশাহী বিভাগে করোনা রোগীদের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার জন্য সাধারণ বেড রয়েছে ৯৬৬টি, আইসিইউ বেড রয়েছে ৪৬টি, হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট রয়েছে ১৩টি, ভেন্টিলেটর রয়েছে ৫৭টি, সিলিন্ডার রয়েছে ২,৭৯৪টি, হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা	অব্যাহত রাখতে হবে। ২। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। রাজশাহী স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে মেডিকেল অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করতে হবে। ৪। মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ইনডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ৫। রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নতুন পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হলে সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করতে হবে।	(সকল), রাজশাহী বিভাগ ৩।পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৪। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ৫। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী ৬। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী

	রয়েছে ৯৭টি। তবে হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাবনা জেলা হাসপাতাল ব্যতীত অন্যান্য জেলা হাসপাতালে সেন্টার অক্সিজেন সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়াও করোনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং করা হচ্ছে। নওগাঁ জেলায় প্রাপ্ত আইসিইউ বেড দুটি চালুর করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বলেন যে, বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার মানুষের কাছে পৌছে দেয়া হচ্ছে, তা মেডিকেল অক্সিজেন নয়। ঐ অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো ইনডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন সিলিন্ডার, যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী বলেন যে, কোন কোন অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহকারী ডিলার মেডিকেল অক্সিজেনের সিলিন্ডারে ইনডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন রিফিল করে বেশি দামে বিক্রি করছে। এই ইনডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই রাজশাহী স্বাস্থ্য দপ্তরের যাচাই-বাছাই ব্যতীত কোন অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ না করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য পরিচালক(স্বাস্থ্য)কে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ইনডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। করোনা রোগী দ্রুত শনাক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউট ডোরে র‍্যাপিড এ্যান্টিজেন পরীক্ষা চালু করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনে বৈদ্যুতিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		

৫	**খাদ্য বিভাগ:** আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল সভায় আরো জানান যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ করা হচ্ছে। ধান এবং চাল সংগ্রহ করা হবে ১৬ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত। গম সংগ্রহ করা হবে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত। চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২,২৩,৬৪৪ মে.টন, ২১/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে ১,০৩,৭৯০ মে.টন। আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪,৫৩০ মে.টন, ২১/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে ২,৬৬৮ মে.টন। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৭,৩৪৬ মে.টন, ২১/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে ২৩,৭৫৩ মে.টন। গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮,৫২২ মে.টন, ২১/৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে ৩৫,৪২৩ মে.টন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও চাল আমদানি করা হচ্ছে। সান্তাহার সিএসডি, মূলাডুলি সিএসডি, ঈশ্বরদী এলএসডি, উল্লাপাড়া এলএসডি এবং আমুড়া এলএসডি এর মাধ্যমে চাল আনা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৫,০০০ মে.টন চাল রেল যোগে অর্থাৎ জি টু জি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ধান সংগ্রহ কম হওয়ায় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ধান/চাল/গম সংগ্রহ শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৬	**কৃষি বিভাগ:** উপপরিচালক, কৃষি বিভাগ সভায় জানান যে, হাইব্রিড জাতের ধানের বিকল্প জাত হিসেবে ইনব্রিড জাত, ফাইন রাইস প্রভৃতি জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। যা হাইব্রিড জাতের ধানের চেয়ে ফলনও বেশি এবং চালও চিকন হয়। তাই এ জাতের ধান চাষাবাদে কৃষক বেশি আগ্রহী। আউস রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৮১,৯০০ হে.। তন্মধ্যে অর্জিত হয়েছে প্রায় ৫০%। বাকী আউস রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জিত হবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ বছর ৩,৯৬,০০০ হে. জমিতে রোপা আমনের চাষাবাদের প্রস্তুতি চলছে। প্রায় ৫,০০০ বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। কৃষকরা মাঠে কাজ করছে। লকডাউনের মধ্যেও কৃষি উপকরণ পরিবহণে যে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না সেজন্য সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	১। হাইব্রিড জাতের ধানের বিকল্প জাত ইনব্রিড জাত, ফাইন রাইস জাতের ধান চাষাবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। ২। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষককে লাভজনক, রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ফল চাষাবাদ করতে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। লকডাউনের মধ্যেও কৃষি পণ্য বা উপকরণ পরিবহণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ৩। হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল ৫। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চল

৭	**<u>গণপূর্ত বিভাগ:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন জানান যে, রাজশাহী জোনের আওতায় ১৯টি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা হচ্ছে। এই মূহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে রূপপুর গ্রীনসিটি তৈরি। ১৯টি ২০তলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। আরেকটি ২০তলা বিল্ডিং এর নির্মাণ করা চলমান রয়েছে। ওখানে সামনে মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হবে। বিভাগীয় শহরে নভোথিয়েটারের কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কিছুদিন আগে রাজশাহী জোনের আওতায় ১০টি মডেল মসজিদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালে আর-পিসিআর ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শুধু যন্ত্রপাতি বসানো বাকী আছে। যন্ত্রপাতিগুলো স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বসানো হবে। সিরাজগঞ্জ এর হাটিকুমরুলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্মিত স্থাপনার বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণের আগের ভিডিও ও পরের ভিডিও আমলে নিয়ে উক্ত স্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বৃষ্টি হলে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর অফিসসহ আশেপাশের অফিসগুলোতে অনেক পানি জমে যায়, যা নিষ্কাশনে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ বাড়ে। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সভায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উক্ত সমস্যা সমাধান করে দেয়ার বিষয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সভাকে আশ্বস্ত করেন।	১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর অফিসসহ আশেপাশের অফিসগুলোতে যেন বৃষ্টির পানি জমে না থাকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। সিরাজগঞ্জ এর হাটিকুমরুলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নির্মিত স্থাপনার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী
৮	**<u>সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা), সওজ, রাজশাহী জোন জানান যে, বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় পূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কাজ করছে। রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন রাজশাহী/নওগাঁ/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ পাবনা/ সিরাজগঞ্জ/ নাটোর সড়ক বিভাগাধী সড়কে নেসকো/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক স্থাপিত বৈদ্যুতিক পোল সঠিক স্থানে স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পত্র দেয়া অব্যাহত আছে। সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে লকডাউনের মধ্যে যাবতীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। লেবার/ নির্মাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য আলাদা যানবাহন ও স্ব স্ব লেবার শেডের ব্যবস্থা আছে। প্রধান প্রকৌশলী, নেসকো লি: রাজশাহী সভায় জানান যে, সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে পোল বসানোর কাজ চলমান রয়েছে।	১। সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সঠিক জায়গায় বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করতে হবে। ২। সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে লকডাউনের মধ্যে নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ রাজশাহী জোন। ৩।অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন ৪। প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:, রাজশাহী

৯	**স্থানীয় সরকার বিভাগ:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, সীমিত ক্ষেত্রে ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ অনুসরণ করে প্ল্যান পাস করেই বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বিধিমালা বাস্তবায়নে ইমারত বিধিমালা বিষয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন, যাতে কেউ প্ল্যান পাস না করে বিল্ডিং নির্মাণ না করতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যদেরকে নিয়ে পরবর্তিতে আলাদা সভার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। ইমারত বিধিমালা-১৯৯৬ অনুসরণ করে প্ল্যান অনুমোদন করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১০	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান যে, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বগুড়া এবং নাটোর জেলায় ১০০টি টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকী জেলাগুলোতে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। জুলাই ২০২১ এর মধ্যে উক্ত টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল
১১	**পানি উন্নয়ন বোর্ড:** প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী সভায় জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমসূহ প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। কম ঝুকিঁপূর্ণ /ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট বলেন যে, নদী খনন নামে দুটি ব্রিজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ভুলভাবে নদী খননের ফলে ১টি ব্রিজ অকেজো হয়ে পড়েছে। অপর ব্রিজটিও অকেজো হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছে। নদী খননের ফলে ব্রিজ, রাস্তা, প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনভাবে নদী খনন করা যাবে না। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় এবং সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নদী খননের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। নদী খননের ফলে ব্রিজ, রাস্তা, প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন স্থাপনার যেন ক্ষতি না হয় এমনভাবে নদী খনন করতে হবে। ২। ঝুকিঁপূর্ণ /ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ মেরামত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
১২	**বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর:** পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী সভায় জানান যে, কোভিড পরিস্থিতিতেও প্রাণিসম্পদ এর কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। সামনে পবিত্র ঈদুল আযহা। কুরবানীর অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে কুরবানীর পশু। রাজশাহী বিভাগে প্রায় ২৪,০০,০০০ পশু কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এ বিভাগে প্রায় ১৭,০০,০০০ পশু কুরবানীর জন্য প্রয়োজন হয়। বাকী পশুগুলো বিক্রির জন্য ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। কুরবানীর পশু বিক্রি করে খামারিরা আর্থিকভাবে কিছুটা লাভবান হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থতিতে কুরবানীর পশু পরিবহণ এবং ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, নির্দেশনা পেলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	১। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক কুরবানীর পশু পরিবহণ এবং ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। ২। অনলাইনে কুরবানীর পশু কেনা-বেচা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী ৩। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী ৪। হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া

১৩	**মৎস্য বিভাগ:** উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, বর্তমান চলমান করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাটকা সংরক্ষণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে এপ্রিল, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক) জাটকা সংরক্ষণ আইন: ৫০টি মোবাইল কোর্ট, ১১৩৫টি অভিযান, ২৫টি অবরতণ কেন্দ্র, ৩০৪টি মাছঘাট, ২৫৭১টি আড়ৎ, ৩৬৫৬টি বাজার পরিদর্শনসহ মোট ১৮টি মামলা, ৩৫.০০ লক্ষ টাকার কারেন্ট জাল আটক এবং ০.৪৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালের ১ নভেম্বর হতে ২০২১ খ্রি. সালের ৩০ জুন পর্যন্ত জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান থাকবে। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইনও যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে এপ্রিল, ২০২১ মাস পর্যন্ত ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন : ৬৬১৭ টি খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন: ৩০৭ টি এবং গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন : ১৩৬ টি যার মধ্যে ৬০০ টি মোবাইল কোর্ট, অভিযান ৬৩৬০ টি বাস্তবায়ন করে মোট ৭৯০ টি মামলা করা হয়েছে। লকডাউনের মধ্যেও মাছ ও পোনা অর্থাৎ মৎস্য উপকরণ পরিবহণে যে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না সেজন্য সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবেবাস্তবায়ন করতে হবে। ২। লকডাউনের মধ্যে মাছ ও মাছের পোনা পরিবহণে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ ২। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ৩। হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া ৪। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১৪	**প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় জানান যে, সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে এবং উক্ত কর্মসূচি নিয়মিত দেখার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমনকি বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করা এবং সে অনুযায়ী পাঠ অভ্যাস করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা সভায় আরো জানান যে, রেডিও এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও পাঠদান চলছে। এছাড়াও প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবয়ে অধ্যায় শেষে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে, সেগুলোর উত্তর খাতায় কিভাবে লিখে সংরক্ষণ করবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ওয়ার্কশীট এবং অ্যাক্টিভিটিশীট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭দিন পর ওয়ার্কশীটগুলো মূল্যায়নের জন্য আবার স্কুলে ফেরত আনা হচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এভাবে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।	১। সংসদ টিভিসহ জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২। ওয়ার্কশীট এবং অ্যাক্টিভিটিশীট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা

১৫	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:** উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা জানান যে, শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই রুটিন করে বাংলা, ইংরেজি, সমাজ, বিজ্ঞান, গণিত বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে অনলাইনে আপলোড করা হচ্ছে। অন্য বিষয়েও ভিডিও তৈরি করে আপলোড করা হচ্ছে তবে এই ৫টি বিষয়ের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনলাইন থেকে ভিডিওগুলো দেখে ক্লাস মতো শিখতে পারছে। এছাড়াও জুম অ্যাপ এবং গুগল মীট এর মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	১। জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২। শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত খাতাগুলো মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো লেখা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
১৬	**পরিসংখ্যান বিভাগ:** যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ অক্টোবর এর শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য প্রস্তুতিমূলক দ্বিতীয় জোনাল অপারেশন করা হয়েছে। গণনা এলাকা নির্ধারণ এবং ম্যাপ হালনাগাদকরণের কাজ এ বিভাগের ৭টি জেলায় করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনে কারণে প্রাকৃতিক যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ২২শে মে থেকে ১৫ জুনের মধ্যে একটি জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। আরো কিছু জরিপের কাজও করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জরিপের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী
১৭	**পরিবেশ অধিদপ্তর:** পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে ডিসেম্বর/২০২০ হতে মে/২০২১ পর্যন্ত ৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬০,৫০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য এবং আদায় করা হয়েছে। ৩৪টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ১৭৩টি ইটভাটা রয়েছে। তন্মধ্যে ৭৪টি ইটভাটার ক্লিয়ারেন্স রয়েছে এবং ৯৯টি ইটভাটার ক্লিয়ারেন্স নেই। ইটিপি স্থাপনযোগ্য ৪০টি শিল্প কারখানার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩১টি শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। বাকী ৯টি শিল্প কারখানা এখনও স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হাসপাতালে যে চিকিৎসা বর্জ্য ফেলা হচ্ছে, সেখান থেকেও রোগ-ব্যাধি ছাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ করে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্তৃক নিয়মিত সভা করা এবং চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশসানের ম্যাজিস্ট্রেটগণের সমন্বয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২। চিকিৎসা বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। জেলা প্রশাসক(সকল) রাজশাহী বিভাগ ৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৮	**ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:** উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলেন যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুলাই ২০২০ হতে মে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী বিভাগে ১,৭৩০টি অভিযান পরিচালনা করে ৩,২৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৩৪,১৯,৩০০/- টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়েছে। যা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ভোক্তাগণ দায়েরকৃত ৫১৫টি অভিযোগের মধ্যে ৪৫০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৪৫০টি অভিযোগের মধ্যে ৯৬টি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫,১২,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানার ২৫% হিসেবে ১,২৮,১২৫/- টাকা অভিযোগকারীগণকে প্রদান করা হয়েছে। বাকী টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৫টি অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণকল্পে বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৯	**সমাজসেবা অফিস:** পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী সভায় জানান যে, ৮,৭৮,৪৩১ জন ভাতাভোগীকে ৪ ক্যাটাগরিতে শতভাগ জি টু পি পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত Payroll প্রদান করা হয়েছে। মোবাইলের মাধ্যমে ভাতাভোগীরা টাকা পাবে।	১। জি টু পি পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান এবং Payroll প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। পরিচালক, সমাজসেবা অফিস, রাজশাহী
২০	**বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস:** উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী সভায় বলেন যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সীমিত পরিসরে জরুরি পাসপোর্টগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। ৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদি দু্ই রকম পাসপোর্টই সরবরাহ করা হচ্ছে। পাসপোর্টগুলো সবই ই-পাসপোর্ট। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। জরুরি ই-পাসপোর্ট সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, রাজশাহী
২১	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** সভায় জানানো হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদন করতে হয়। আগামী ২০২১-২০২২ সালে যে এপিএ চুক্তি হবে, সেখানে নতুন একটি ফরমেট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে তৈরী করা হয়েছে। গত বছরের এপিএ এর তুলনায় এ বছরের এপিএ এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েব সাইটে এপিএ বাস্তবায়নের নির্দেশিকা, গাইডলাইনসহ অন্যান্য তথ্যাদি দেয়া আছে। ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ডাউনলোড করে সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এ বিভাগের সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমাণক সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১। এপিএ বাস্তবায়নের নির্দেশিকা মোতাবেক স্ব-স্ব অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রস্তুত করা এবং ৩০শে জুনের মধ্যে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। এ বিভাগের সকল দপ্তরকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের প্রমানক সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর প্রধানগণ

অত:পর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

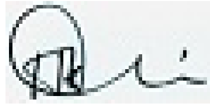

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০১.২০.৫৭৬ | তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৮
৩০ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সদয় অবগতির জন্য)
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির জন্য)
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪) উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৫) মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড
৬) প্রধান প্রকৌশলী, নেসকো লিমিটেড, রাজশাহী
৭) প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৮) বন সংরক্ষক, সামাজিক বনবিভাগ, বগুড়া
৯) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ
১০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
১৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
১৫) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ
১৬) পরিচালক(স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ
১৭) অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী
১৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
১৯) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
২০) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
২১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
২৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
২৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
২৭) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
২৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট
২৯) হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া অঞ্চল
৩০) সিনিয়র প্লানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৩১) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
৩২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল

৩৩) মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিমাঞ্চল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৩৪) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল
৩৫) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী
৩৬) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
৩৭) উপপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৩৮) উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৩৯) যুগ্ম পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী
৪০) বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), বিটিসিএল, রাজশাহী বিভাগ
৪১) পরিচালক, বিএসটিআই, সপুরা, রাজশাহী
৪২) উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৩) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়
৪৪) উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
৪৫) ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার, বাংলাদেশ টেলিভিশন
৪৬) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ
৪৭) তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন
৪৮) যুগ্ন পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী
৪৯) প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ, রাজশাহী সার্কেল
৫০) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৫১) প্রধান প্রকৌশলী, নর্দন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কো: লি:, রাজশাহী
৫২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী
৫৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নাটোর
৫৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নওগাঁ
৫৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা
৫৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ
৫৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বগুড়া
৫৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জয়পুরহাট
৬০) যুগ্নপরিচালক (বীজ ও বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৬১) পরিচাল , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৬২) পরিচালক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), রাজশাহী
৬৩) পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, রাজশাহী
৬৪) উপকেন্দ্র প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী
৬৫) কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৬৬) সহকারী কমিশনার, নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৬৭) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, রাজশাহী
৬৮) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, পাবনা
৬৯) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া
৭০) তথ্য অফিসার, তথ্য অফিসারের দপ্তর, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭১) পরিচালক, তথ্য অফিস, রাজশাহী
৭২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
৭৩) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

৭৪) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৭৫) উপপরিচালক (চ:দা:), , বিভাগীয় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭৬) উপপরিচালক, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
৭৭) যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় অফিস, রাজশাহী
৭৮) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭৯) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর, রাজশাহী
৮০) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, রাজশাহী
৮১) উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী
৮২) উপপরিচালক, আঞ্চলিক স্কাউট অফিস, রাজশাহী
৮৩) উপপরিচালক, বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, রাজশাহী
৮৪) উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী
৮৫) উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী
৮৬) উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, রাজশাহী রেঞ্জ
৮৭) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
৮৮) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৮৯) পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী
৯০) অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী
৯১) অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা
৯২) অধ্যক্ষ, শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
৯৩) অধ্যক্ষ, নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ
৯৪) বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক, রাজশাহী
৯৫) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রাজশাহী

এ. এন. এম. মঈনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার